SHARK – এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০ গোলটেবিল

২০ জুন রাত আটটায় সাপ্তাহিক ২০০০ কার্যালয়ে বসেছিলো গোলটেবিল বৈঠকের পঞ্চম ও শেষ আয়োজন। ঐতিহ্য অনুযায়ী শেষ গোলটেবিলে অংশ নেয় ২০০০ পরিবারের সদস্যরা। এবারের গোলটেবিল বৈঠকেও আমরা সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছি। তবে অতিথিও ছিলেন তিনজন। সাবেক তারকা ফুটবলার **শফিকুল ইসলাম মানিক**, বিজ্ঞাপনী সংস্থা গ্রে পরিবারের অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর **আনিসুর রহমান মাহমুদ** এবং মিডিয়া প্ল্যানার **সাইফ**। এদেরকে আমরা ২০০০ পরিবারের অংশ মনে করেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন **মোহসিউল আদনান, সাইফুল হাসান, জায়েদ আলমের খান, নাসিম আহমেদ, নোমান মোহাম্মদ** এবং **মিশায়েল আহ্‌মাদ**। সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেছেন **গোলাম মোর্তোজা**। লিখেছেন **শিল্পী মহলানবীশ**

গোলাম মোর্তোজা : আমরা দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত ৫৬টি ম্যাচ দেখলাম। আগামীকাল থেকে দেখবো কোয়ার্টার ফাইনাল। দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত ২০০২ সালের বিশ্বকাপ কীভাবে দেখলাম? সেটা নিয়েই শুরু করতে চাই আজকের আলোচনা। আমি প্রথমে ক্রীড়া বিশ্লেষক নাসিম আহমেদের মতামত জানতে চাইবো।

নাসিম আহমেদ : এবারের বিশ্বকাপ তিনটি কারণে আলোচিত। এক. বিভিন্ন দলগুলোর ইনজুরিজনিত সমস্যা। দুই. লীগ ছেড়ে আসার পর ক্লান্তি। তিন. রেফারিং। প্রথম রাউন্ডের অনেকগুলো ম্যাচেই দু'একটি ডিসিশন খেলায় প্রভাব ফেলেছে। ওভার অল খেলার মান খারাপ ছিল না। কিন্তু একটা বা দুটো ডিসিশনের জন্য পুরো খেলার রেজাল্টই চেঞ্জ হয়ে গেছে। ফেভারিট দল যেমন ফ্রান্স বা আর্জেন্টিনা। ফ্রান্সের জিদানের ইনজুরি ছিল। আর আর্জেন্টিনার সবই ঠিক ছিল। তারপরও তারা ভালো খেলতে পারেনি। এজন্য কারণ হিসেবে কেউ বলছেন কোচের দোষ, কেউ কেউ খেলোয়াড়দের সরাসরি দোষারোপ করছেন। এ দুটো দলই শুধু নয়, বাকি অনেক দলের মধ্যেই এমন দেখা গেছে। একমাত্র ব্রাজিল ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছে। আর ইংল্যান্ডের কথা অনেকেই বলেছিলেন, ভালো খেলবে না। কিন্তু দেখা গেছে, ইংল্যান্ড তাদের দুর্বলতাগুলো অনেকটাই ঢাকতে পেরেছে। এটা হয়তো কোচের টেকনিকের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

মোহসিউল আদনান : এখানে দুর্বলতাগুলো কী কী?

নাসিম : মধ্যমাঠের দু'জন খেলোয়াড় জেরর, মার্ফি দু'জনই ইন্‌জুরড ছিল। ওয়েনও ইনজুরি থেকে উঠে এসেছিল। সামগ্রিকভাবে খেলার টেকনিকের কারণেই ইংল্যান্ড উঠে এসেছে। আরেকটা কথা হলো, জার্মানিকে অনেকেই আন্ডার এস্টিমেট করেছিল। কেউ কেউ বলেছিল, দ্বিতীয় রাউন্ডেই আউট হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। এটা সোজা ড্র বা জার্মানদের দূরদর্শিতাও বলা যায়। তাদের লড়াকু মানসিকতার জন্যই হয়তো উঠে এসেছে এ পর্যায়ে।

আদনান : সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রত্যাশিত ফলাফলের হিসাবে বলা হয়েছিল ব্রাজিল এবং তুরস্ক ম্যাচ ড্র হবে। অনেকেই এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, এটা হতেই পারে না। এটা কিসের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল?

নাসিম : তুরস্ক ডিফেন্স লাইনটায় অনেক কমপ্যাক্ট করে খেলে। অ্যাটাকে যাওয়ার সময় বড়জোর চারজন খেলোয়াড় উপরে যাচ্ছে। বাকিরা মধ্যমাঠে। আর তিনজন সব সময় নিচে থাকছে। তারা কোনো মতেই উঠছে না। কাউন্টার অ্যাটাকে ওরা সবাই তাড়াতাড়ি গ্যাপগুলো ঢেকে ফেলে। যার ফলে গোল বের করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু গোল দিতে পারলে জিতে যাবে। আর ব্রাজিল অ্যাটাকিং খেলা খেলবে এটা ধরেই নেয়া হয়েছিল। তুরস্কের আরো একটি পজেটিভ দিক হচ্ছে তারা নয়-দশজন খেলোয়াড় অনেক দিন ধরে একসঙ্গে খেলছে। ইউরো ২০০০-এও তারা এক সঙ্গে খেলেছে। তার মানে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট সমঝোতা ছিল।

জায়েদ আলমের খান : যদিও অনেকেই এবারের কিছু কিছু খেলাকে আপসেট বলছেন। আমার ধারণা, আগামী বিশ্বকাপে না হলেও তার পরের অর্থাৎ ২০১০ সালের বিশ্বকাপে এগুলো আর আপসেট হিসেবে ধরা হবে না। এখন দেশগুলোর মধ্যে গ্যাপ অনেক কমে এসেছে। এই গ্যাপ কমে আসার কারণ কিন্তু স্ট্রং দেশগুলোই। আজকে সেনেগাল উঠে এসেছে কারণ তাদের খেলোয়াড়রা ফ্রেঞ্চ লীগে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ট্যাকটিস, ফিটনেস– এগুলো মোটামুটি ইউনোভার্সেল হয়ে যাচ্ছে। আর বড় বড় ইউরোপিয়ান কিছু দল এবং আর্জেন্টিনাকেও আমার মনে হয়েছে যে তারা দেশের জন্য ওভাবে খেলে না। যা কিনা একজন কোরিয়া বা সেনেগালের খেলোয়াড় খেলে। তারা অনেকাংশেই নিজেদের প্রফেশনাল কেরিয়ারকে বাঁচিয়ে রেখে খেলেছে। অবশ্যই এর মধ্যেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন ডেভিড বেকহামের কথা অনেকেই বলেছেন। ইনজুরি নিয়ে তিনি না খেললেও পারতেন। তবুও দেশের জন্য তিনি খেলেছেন। রেফারিংয়ের প্রসঙ্গে বলবো, অন্য কোনো বারের চেয়ে তেমন কোনো কনট্রোভার্সিয়াল হয়নি। ইটালিতে তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঐ যে গ্যাপ কমে আসছে। আগে যেখানে ইংল্যান্ড আর ক্যামেরুন খেলা হলে রেফারির দৃষ্টি ইংল্যান্ডের দিকে থাকতোই। কারণ তিনি ধরেই নিচ্ছেন যে, ইংল্যান্ড স্ট্রং টিম। কিন্তু এখন এই জিনিসটা কমে আসছে।

আদনান : আমি প্রথমেই বলবো রেফারিংয়ের কথা। ইটালি আর কোরিয়ার খেলায় সেকেন্ড হাফ-এর শুরুতে ইটালিকে যে দুটো হলুদ কার্ড দেখানো হলো, আমার মনে হয়েছে এটা না দেখালেও পারতো। কোরিয়ার ধাক্কাধাক্কি করে খেলার একটা প্রবণতা আছে যা রেফারি ওভারলুক করে গেছেন।

সাইফুল হাসান : প্রায় সবগুলো খেলাই দেখেছি। আমার কাছে রেফারির সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্কিত মনে হয়েছে। আমি ব্রাজিলের সাপোর্টার হওয়া সত্ত্বেও বলবো ব্রাজিল-বেলজিয়াম খেলার দিন বেলজিয়ামের একটি গোল বাতিল করা হয়েছে ফাউলের ওজুহাতে। আমার মনে হয়েছে সেটা মেজর কোনো ফাউল ছিল না। পাশাপাশি আলমেরের সঙ্গে একমত যে, ইউরোপিয়ান দলগুলোর খেলোয়াড়রা ক্লাবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দেশপ্রেমে কিছুটা ঘাটতি হয়েছে। টিম স্পিডটা এবার দেখা যায়নি। একজন প্লেয়ার খেলায় নিশ্চয়ই প্রভাব ফেলতে পারে কিন্তু জিদান খেলবে না বলে টোটাল টিম স্পিড নষ্ট হয়ে যাবে তা মানা যায় না। আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে যা হয়েছে, তা হলো 'অধিক সন্ন্যাসে গাজন নষ্ট'। অনেক বেশি স্টারের হুড়োহুড়িতে কাজের কাজটি হয়নি।

শফিকুল ইসলাম মানিক, সাইফ, আনিসুর রহমান মাহমুদ, সাইফুল হাসান, মোহসিউল আদনান, মিশায়েল আহমেদ (বাঁ থেকে)

মোর্তোজা : এতক্ষণ সাংবাদিকরা বললেন তাদের নিজস্ব ধারণাগুলো। পেশার কারণেই হোক বা ব্যক্তিগত উৎসাহেই হোক সব খবর তারা রেখেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা দর্শক হিসেবে কিভাবে দেখছেন?

আনিসুর রহমান মাহমুদ (আনিস) : হ্যাঁ, এতোক্ষণ যারা কথা বললেন তারা সবাই এক্সপার্টের ল্যাংগুয়েজে কথা বললেন। আমি কিন্তু সাধারণ একজন দর্শক হিসেবে কথা বলবো। তাও আবার পার্টটাইম দর্শক, ফুলটাইম না। রাতে খেলা না হওয়ায় এই বিভ্রাট। রেফারিং যে একটা বড় বিষয় এটা আমার কাছেও মনে হয়েছে। আমি নিজে ব্রাজিলের সমর্থক। ব্রাজিল না থাকলে বিশ্বকাপ অর্থহীন বলে আমার ধারণা। তারপরও আমার কাছে তিনটি খেলার ফলাফল সন্তোষজনক নয় বলে মনে হয়েছে। একটা ব্রাজিল-তুরস্ক, আরেকটা দঃ কোরিয়া-ইটালি। অন্যটি

সেনেগাল-সুইডেন। এখানে সেনেগালকে পরিষ্কার দুটো পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া এশিয়ান দেশগুলোর যে উত্থান তা লক্ষ্যযোগ্য। জাপান কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে না পারলেও তাদের ক্লাস কিন্তু চিনিয়ে দিয়েছে। দঃ কোরিয়া তো কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে। তবে ভাগ্য মুখ তুলে তাকায়নি।

সাইফ : আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার। এবার খেলার রেফারিং নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তবে আমি মনে করি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। রেফারি তো আর রোবট নন। তাই রেফারিং নিয়ে আমার কোনো কমেন্ট নেই।

সাইফ ও আনিস

চলেই গেছে। এশিয়ান দর্শকদের উচ্ছ্বাস স্মরণযোগ্য। কোরিয়ান স্টেডিয়াম ছিল দেখার মতো, লালে লাল।

মোর্তোজা : আর বড় দলগুলো যে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

আনিস : আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যদি বলি, আমার মনে হয়েছে সমন্বিত দল হিসেবে তারা খেলছে না। ইনডিভিজ্যুয়ালি তারা বড় স্টার। কিন্তু পুরো দল ক্লিক করছে না। ফ্রান্সের বেলায় কথাটা আরো সত্যি। এটা বোধহয় একটা ইতিহাস যে, একটা গোলও না করে ফ্রান্সকে বিদায় নিতে হয়েছে প্রথম রাউন্ডেই। ইটালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড বলা যায় ক্লিক করেছে। ব্রাজিলের সেই খেলা কিন্তু আমরা পাইনি। পর্তুগাল প্রথম খুবই খাপছাড়া খেলেছে। পরের খেলাগুলোয় একটু নিজেদের ফিরে পেতে যাচ্ছিল। তৃতীয় খেলা খুবই ভালো আর্জেন্টিনা যে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছে তা কিছুতেই রেফরিংয়ের জন্য নয়। সেদিন খেলা দেখে আমি হতাশ হয়েছি। ওর্তেগা নিশ্চয়ই সুপার মডেল নন। বসে বসে বল ধরা তাকে মানায় না। আমার খেলা দেখে মনে হয়েছে এই টিমের হারাই উচিত। আমাদের সবার এক্সপেকটেশন ছিল স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি, জার্মানি এই টিমগুলো ভালো করবে। কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশাগুলো ঝরে গেছে প্রথম থেকেই। তুরস্কের মতো টিম ব্রাজিলকে ঝামেলায় ফেলবে বা কোরিয়াকে এভাবে ঝলসে উঠতে দেখবো তাও ভাবনায় ছিল না। এক সময় আমাদের সঙ্গে খেলেছে এই কোরিয়া। ফ্রান্সের খেলা দেখে মনে হয়নি এরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রেও তাই। আর্জেন্টিনা ফ্যান্টাস্টিক টিম কিন্তু সেখানে কোনো প্লেমেকার নেই। এখনো ম্যারাডোনার টিম বলে মানুষ আর্জেন্টিনাকে। কারণ তিনি প্লেমেকার ছিলেন। পেলের ব্রাজিল কিন্তু বলে না কেউ। ফ্রান্সের এই খেলা আমরা বিশ্বকাপে প্রত্যাশা করি না।

আনিস : আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। পেলে কিন্তু ম্যারাডোনার মতো এতো এক্সপোজার পায়নি এই জেনারেশনের কাছে...

মোর্তোজা : আমরা পেলে-ম্যারাডোনার এই আলোচনায় যাব না। তাহলে আলোচনা পুরোপুরি অন্যদিকে চলে যাবে।

সাইফ : তবে ওভার অল খেলা দেখে বলা যায়, যে দলগুলোকে আমরা দ্বিতীয় রাউন্ডে বা কোয়ার্টার ফাইনালে এসপেক্ট করিনি তাদের মধ্যেই স্পিরিট ছিল। দক্ষিণ কোরিয়া এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'জিততেই হবে'— এমন এটা মনোভাব নিয়েই তারা মাঠে নেমেছে। এখন যেই আটটা টিম কোয়ার্টার ফাইনালে এসেছে তারা যোগ্যতার বলেই এসেছে। দে ডিজার্ভ ইট। আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ডোন্ট ডিজার্ভ ইট। তাই তাদেরকে বিদায় নিতে হয়েছে।

মিশায়েল : ছোট দল এবং বড় দলগুলোর মধ্যে গ্যাপটা কমে আসছে বললেন। গত ওয়ার্ল্ড কাপেও আমরা এটা লক্ষ্য করিনি কিন্তু। এইবারই এটা এতো বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না। এশিয়ায় খেলা হচ্ছে বলে এশিয়ান টিমগুলো বেশি কভারেজ পাচ্ছে এটা একটা কারণ হতে পারে। তাছাড়া ইউরোপিয়ান দলগুলো এশিয়ায় খেলতে এসে আবহাওয়ার তারতম্যে কোনো অসুবিধায় পড়েছে কিনা এটাও ভাবার বিষয়। রেফারিং-এর ক্ষেত্রে বলবো এটা হতেই পারে। অনেক কারণেই হয়। বড় দলগুলো আউট হয়ে গেলে খেলার পপুলারিটি কমে যায়। ব্রাজিল সোজা গ্রুপে কেন পড়েছে, যদি আর্জেন্টিনার গ্রুপে ব্রাজিল পড়তো আর আউট হয়ে যেতো তাহলে আমাদের দেশের অর্ধেক লোকই খেলা দেখতো না। আমি নিজেই দেখতাম কিনা কে জানে! আর বড় দলগুলোর বাদ পড়া প্রসঙ্গে বলবো যে বিশেষ করে আর্জেন্টিনার কথা যদি বলি সেখানে প্লেমেকার ছিল না তা আমি বলবো না। ভেরন ছিল। তবে কেন যেন ভেরন তার ফর্ম হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে খেলাতে পারেনি। ফ্রান্সে কোনো প্লেমেকারই ছিল না। জিদান এবং পিরেজ এই দু'জন প্লেমেকার তো খেলতেই পারেনি। অন্যান্য অনেক খেলোয়াড়কেই আমাদের খেলার মাঠে দেখতে ভালো লেগেছে। কিন্তু জিদান ছাড়া তারা কিছুই করতে পারেনি।

নোমান : বড় দল যাদের কথা আপনি

মিশায়েল আহমেদ, নোমান মোহাম্মদ, গোলাম মোর্তোজা ও শফিকুল ইসলাম মানিক (বাঁ থেকে)

বললেন যে ওরা ডিজার্ভ করে না, আমিও এখানে একমত। আমার মনে হয়েছে বিশ্বের কাছে তাদের প্রমাণ করার কিছু নেই। ছোট দলগুলো নিজেদের প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছে। বড় দলগুলো কেন ভালো খেললো না বিশ্বকাপের মতো সবচেয়ে বড় আসরে এটা সত্যিই রহস্য। আর্জেন্টিনা বা ফ্রান্সের কোচকে যে দোষারোপ করা হচ্ছে, আমার কাছে তা অহেতুক মনে হয়। এই দুই দলের কোচ বিশ্বের নামকরা কোচ। তারা দলকে যেভাবে সাজিয়েছেন তা যথার্থ। আমরা তো আসলে বীরদেরই পূজা করি। আর রেফরিং বিষয়টি নিয়ে সবাই বলছেন বড় দলগুলোকে সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাহলে ইটালি-কোরিয়ার খেলায় তো ইটালিরই যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। ইটালি একটি অন্যতম বড় দল এবং ফেভারিট।

মোর্তোজা : এটা কি স্বাগতিক দেশ হিসেবে কোনো বাড়তি সুবিধা পেয়েছে বলে মনে হয়?

নোমান : না, আমার তা মনে হয় না। জাপান বা কোরিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন যে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠাই এই দু' দলের সর্বোচ্চসীমা। ওদের দেশে ফুটবলটাকে জনপ্রিয় করার জন্য ফিফা ওভাবে সাজিয়েছে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই দলগুলোকে কোয়ার্টার ফাইনালে আনা হয়েছে তা মনে হয় না। ইটালির সঙ্গে শুধু কোরিয়া না, ক্রোয়েশিয়ার খেলাতেও কিন্তু দু'টো গোল বাতিল করা হয়েছে। ইটালির নিজেদের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা ছিল যেগুলো আলোচনায় আসছে না। আমরা জানি ইটালি মানেই ডিফেন্স। এবার তা আমরা লক্ষ্য করিনি। এবার এই দলটি ক্লিক করেনি সেভাবে। পর্তুগালের বিষয়টি অন্যরকম। ওরা বহুদিন পর বিশ্বকাপ আবার খেলছে। অতিরিক্ত এক্সপেকটেশন ছিল। ফিগো, কস্তা সেই মাপের খেলোয়াড়। কিন্তু ওভার কনফিডেন্স বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোর্তোজা : এই যে প্রত্যাশা, এই প্রত্যাশার বিষয়টি আমি সবার কাছেই জানতে চাইবো। পর্তুগাল বা ইটালির মতো টিম। যেখানে প্রতিটি খেলোয়াড় একশ' ভাগ প্রফেশনাল, প্রতিটি খেলোয়াড়ের পেশা ফুটবল, সেখানে এমনটা হয় কি করে?

নোমান : প্রত্যাশার বিষয়টি আমি শুধু পর্তুগালের ক্ষেত্রেই বলতে চাই। '৮৬ সালের পর তারা আর বিশ্বকাপ খেলেনি। যার ফলে এবার তাদের প্রত্যাশা ছিল আকাশ ছোঁয়া। জাপান বা সাউথ কোরিয়ার বিষয়টি অন্য। জাপান '৯৮ সাল থেকে বিশ্বকাপ খেলছে। এবার জাপানের প্রতিপক্ষ ছিল তুরস্ক। এখানে সবারই ধারণা ছিল তারা কোয়ার্টার ফাইনালে

সহজেই চলে যেতে পারবে। সাউথ কোরিয়া পারবে না। কিন্তু কোরিয়া কেন পেরেছে কারণ তারা পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলেছে। কনফিডেন্স ছিল তারা পারবে। ব্রাজিলের মূল কৃতিত্বটা দেয়া উচিত কোচকে। তিনি মিডিয়াকে সবসময় বলে এসেছেন আমরা একটা রক্ষণাত্মক টিম। ষাট বা সত্তর দশকের কথা ভুলে যান। সেই সৌন্দর্যের খেলার সময় নেই। আমরা রেজাল্টের জন্যই খেলবো। কিন্তু ব্রাজিল যে চারটা খেলা খেলেছে কোনোটাই কিন্তু ডিফেন্সিভ খেলেনি। এটা কিন্তু খুব বড় ব্যাপার। বিপক্ষ দল যখন অনেক খেলোয়াড় আছে কিন্তু ঐ একজন প্লেয়ার ছিল না। বিশ্বকাপ শুরুর দু'তিন মাস আগে থেকেই আমাদের ক্রীড়া বিশ্লেষক নাসিম, মিশায়েলরা যখন আর্জেন্টিনাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন আমি একথা বলতাম। আমার ধারণা ছিল এবার আর যাই হোক আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না। তবে প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ যাবে সেটা ভাবিনি।

নোমান : আর্জেন্টিনার কোচ কিন্তু বলেছিলেন ভেরনকে কেন্দ্র করেই তিনি তার টিমটা সাজাচ্ছেন।

'এটা বোধহয় একটা ইতিহাস যে, একটা গোলও না করে ফ্রান্সকে বিদায় নিতে হয়েছে প্রথম রাউন্ডেই'

অন্য দলগুলোর অ্যানালিসিস করে, ব্রাজিলের কোচ বলেছে আমরা বিশ্বকাপে আসার আগে ৮টা দলকে অ্যানালিসিস করেই এসেছি। অন্যরাও ব্রাজিলকে বিশ্লেষণ করেছে কোচের মন্তব্য অনুযায়ী। ব্রাজিল যেহেতু রক্ষণাত্মক খেলা খেলবে তাহলে তারা কিভাবে অ্যাটাক করবে, কিভাবে ডিফেন্স করবে। ব্রাজিলের কোচ রোনাল্ডো, রিভালদো আর রোনালদিনহোকে তো খেলিয়েছেনই। এখানে এমারসনের ইনজুরিটা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এখানে জুনিনহোকে খেলিয়েছেন। ব্রাজিলের কোচ বুঝেছিলেন যে তাদের যে ডিফেন্স আছে তা দিয়ে জিততে পারবে না। দুটো গোল খেলে তিনটা গোল দিয়ে জিততে হবে।

মোর্তোজা : আমার প্রিয় দল আর্জেন্টিনা। কিন্তু আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট করার সুযোগই পাওয়া গেল না এবার। দল না থাকার যে সুবিধা হলো যারা ভালো খেলে নিজেকে তার সাপোর্টার হিসেবে মনে করে আত্মতুষ্টি লাভ করা যায়। আমার মনে হয় প্রতিটা টিমে অন্তত একজন খেলোয়াড় থাকতে হয়, সে প্লেমেকার হোক আর যাই হোক তাকে কেন্দ্র করে একটা টিম খেলবে। আর্জেন্টিনার টিমে একই মানের

মোর্তোজা : কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। আর রেফারিং নিয়ে সাইফ ভাইয়ের সঙ্গে আমি একমত। রেফারিও তো একজন মানুষ। সে কারণে একশ' ভাগ ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। বড় দলগুলো খারাপ খেলেছে বলেই বাদ পড়েছে। এক্ষেত্রে রেফারির ডিসিশন কোনো প্রভাব ফেলেনি সেই অর্থে। ১৯৩০ সাল থেকে যদি এ পর্যন্ত হিসাব করি তবে দেখা যাবে প্রতিটি বিশ্বকাপেই রেফারিং নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। এখানে একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান দলগুলো এশিয়ান দেশগুলোতে এসে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বলে মনে হয়। শীত প্রধান দেশগুলো থেকে এসে কোরিয়া বা জাপানের আবহাওয়ায় কিছুটা হলেও সমস্যা হয়েছে। বিশেষ করে সুইডেন আর সেনেগাল খেলার সময় ঐ দিন টেম্পারেচার সম্ভবত ৪২ ডিগ্রি ছিল। এখানে ৪২ না হয়ে ৬০ ডিগ্রি হলেও সেনেগালের খেলোয়াড়দের জন্য কোনো সমস্যা না। কিন্তু সুইডেন থেকে এসে ইউরোপিয়ান কোনো টিম ঐ ওয়েদারে ৯০ মিনিট খেলা খুব কষ্টকর। তবু তারা প্রফেশনাল খেলোয়াড় বলে ৯০ মিনিট খেলতে পেরেছে। সেনেগাল যত উজ্জীবিত হচ্ছিল, সুইডেন ততই স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। এই বিষয়গুলো কিন্তু বিবেচনায় আনতে হবে। এবার আমরা সামগ্রিকভাবে মানিক ভাইয়ের থেকে শুনবো।

মানিক : আমরা নামের দিক থেকে যেমন ফ্রান্স, জার্মান, ইটালি, আর্জেন্টিনা এই দলগুলোকে টপ ফেভারিট হিসেবে ধরে নিয়েছি। এরা বেশ কবার বিশ্বকাপ খেলেছে। কিন্তু খেলা যখন দেখতে শুরু করলাম তখন ছবি পাল্টে গেল। বেটার খেললেই যে রেজাল্ট নিয়ে বেরিয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। সঙ্গে ভাগ্যও কাজ করতে হবে। যা আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে হয়নি। ফ্রান্সেরও লাক ফেভার করেনি। ইটালির একটা ম্যাচও আমার কাছে ভালো লাগেনি। কোরিয়ার খেলা দেখে মনে হয়েছে তারা আর কোরিয়া নেই। হল্যান্ড হয়ে গেছে। তাদের স্ট্যামিনা আছে, স্ট্রেন্থ আছে, হাইট আছে, স্পিড আছে। সুতরাং কোরিয়ার দল সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা আছে। তারা অত্যন্ত ভালো ফুটবল খেলে। ইউরোপের যে কোনো টিমকে বিট করার ক্ষমতা রাখে। ইটালি-কোরিয়ার খেলাতে টট্টি যা করেছে তাতে কোরিয়াই হেরে যেতে পারতো। রেফারি কাছাকাছি ছিল। ইয়োলো কার্ড দেখাতে হয়েছে। এর আগে সম্ভবত '৯০ সালে হবে। জার্মান যেবার চ্যাম্পিয়ন হলো। আর্জেন্টিনার সঙ্গে এই কোচই কিন্তু চিট করেছে রেফারির সঙ্গে। সেটা টাচ হয়নি। সে জাম্প করেছে। রেফারি অনেক পেছনে ছিল পেনাল্টি দিয়ে দিয়েছে। এ কারণে একটা টিমকে ভিকটিমাইজ করতে হয় রেফারিকে কখনো কখনো। আর দু' একটা মিসটেক তো থাকতেই পারে রেফারির। তবে এই পর্যায়ে এসে ইনটেনশনালি রেফারি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত দেবে তা মনে হয় না। কিছু অফ সাইড একটু বিতর্কিত হতে পারে। এক্সট্রা রেফারি যারা ছিলেন তারা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটা অন্যরকম নিতে পারতেন। আর্জেন্টিনার কথা সবাই বলছে ভালো খেলেনি। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তারা ভালো খেলেছে কিন্তু গোল পায়নি। লাক ফেভার করেনি।

কোরিয়ান যে খেলোয়াড় আন গোল দিয়েছিল ইটালির বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, ইটালির এই চরিত্রটা আছে। ম্যারাডোনা ইটালির বিরুদ্ধে গোল করার পর ম্যারাডোনাকে অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। ম্যারাডোনাকে শেষ করার পেছনে ওদের মাফিয়ার এটা বড় ভূমিকা রয়েছে। এবার

ব্রাজিল প্রসঙ্গে আসি। আমি ব্রাজিলের সমর্থক। মনে প্রাণে চাই ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হোক। বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলায় বেলজিয়াম যত সুযোগ পেয়েছে তার কিছুও যদি কাজে লাগাতে পারতো তাহলে ব্রাজিল আজকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে পারে না। ব্রাজিলের ডিফেন্স লাইন আসলে খুবই খারাপ। এমারসনের কথা বলেছেন। এমারসন থাকলে মাঝখান দিয়ে যে সুযোগগুলো এসেছে প্রতিপক্ষের সেগুলো আসতো না। এমারসনের বদলি খেলোয়াড় যে এসেছে সে এমারসনের মতো এতো হার্ডি প্লেয়ার নয়। আর প্রত্যেকটা টিম অন্য টিমের খেলা নিয়ে চিন্তা করে।

মোর্তোজা : আমরা মোটামুটি সবার মতামত জানলাম এ পর্যন্ত হয়ে যাওয়া ম্যাচগুলো সম্পর্কে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে অনেকেই কিছু বলতে চান বলে মনে হয়েছে। এবার ধারাবাহিকভাবে সেগুলো শুনি।

সাইফ : আমি প্লে মেকার বিষয়ে বলতে চাই। আর্জেন্টিনা মনে মনে এ প্লাস বি হোল স্কয়ারের সূত্র তৈরি করে রেখেছে। কিন্তু ফাইনালি সূত্র মেলেনি। ভেরনের খেলা দেখে মনে হয়নি তাকে কেন্দ্র করে আর্জেন্টিনার টিম সাজানো হয়েছে। তবে অবশ্যই একজন প্লেমেকার দলে থাকা দরকার বলে আমি মনে করি।

মানিক : এখন কিন্তু ফুটবল অনেক সাইন্টিফিক। কে, কোথায় খেলবে তা নির্ধারিত। কখন, কার কাছে বল যাবে তা কিন্তু ঠিক করাই থাকে। ইচ্ছা মতো ফুটবল এখন আর নেই। ভেরন হয়তো তার স্কিলড্ শো করতে পারেনি। একটা কথা আলোচনায় এসেছে যে ইউরোপিয়ান লীগ যারা এবার খেলেছে তাদের অধিকাংশ খেলোয়াড় টায়ার্ড।

আলমের : যারা ইউরোপিয়ান লীগ খেলেছে অবশ্যই তাদের ফিটনেসের অভাব ছিল। তবে কমিটমেন্টের ব্যাপারটিও কিন্তু দেখতে হবে। ইউরোপের সবচেয়ে লম্বা লীগ হচ্ছে ইংলিশ লীগ। ওরা দুইটা কাপ খেলে। তারপরও ইংল্যান্ড ভালো খেলছে। আমি বলবো দেশের প্রতি কমিটমেন্টের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে।

মানিক : ইংল্যান্ডের ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা ইনজুরড ছিল। সে কারণে তারা পর্যাপ্ত বিশ্রামও পেয়েছে। ডে বাই ডে বেকহাম ইম্প্রুভ করবে। নিচের দিকে কিন্তু নামবে না। এই লেবেলে এসে দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়ার জন্য কেউ কিন্তু প্রস্তুত থাকবে না।

নোমান : জার্মানির শোল্ডকে কিন্তু কোচ বিশ্বকাপে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু কেরিয়ারের ক্ষতি হবে বলে সে বিশ্বকাপে খেলতে রাজি হয়নি। কেননা এই খেলায় কোনোভাবে ইনজুরড হলে পরবর্তী সিজনে তাকে বসে থাকতে হবে।

নাসিম : রিভালদো সম্পর্কেও এমন বদনাম রয়েছে। বার্সেলোনার জার্সি যখন পরে তখন এক রকম রিভালদোকে দেখা যায়। আর ব্রাজিলের জার্সি যখন পরে তখন অন্য এক রিভালদোকে দেখা যায়। যদিও এই বিশ্বকাপে তা দেখা যাচ্ছে না।

মিশায়েল : বিশ্বকাপ চার বছরে এক বার হয়। এখানে দেশপ্রেম বা প্রায়োরিটি কম থাকার তো কথা না।

নোমান : আমি ভেরন সম্পর্কে এটু বলতে চাই। বলা হচ্ছে একটা সাবস্টিটিউট দরকার। একটা টিম একজন খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে চার বছর খেলছে। বিশ্বের সেরা ফুটবল টিম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। খেলোয়াড় ইনডিভিজ্যুয়ালি ভালো খেলছে। তারপর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে কয়েকটা ম্যাচ ভালো খেলার পর ক্লাবে সে ভালো খেলছে না। সেই খেলোয়াড়ের ভালো না খেলার সময়ই যখন আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে উঠছে তখন সে ভালো খেলছে।

‘ফেভারিট টিম হিসেবে যেমন খেলা উচিত ততটা ভালো কিন্তু জার্মানি খেলেনি। লাক ফেভার করেছে জার্মানির’

সাইফ : প্রায়োরিটি তো দেশই হওয়া উচিত।

মোর্তোজা : আমরা কিন্তু সেই খেলোয়াড়দেরই বারবার স্মরণ করি বিশ্বকাপে যাদের সাকসেস আছে। আমরা এখন ইটালিয়ান লীগ বা অন্যান্য লীগ খেলাগুলো দেখার সুযোগ পাই। তিন চার বছর আগেও তো এ সুযোগ ছিল না। আজ বাতিস্তুতাকে ইতিহাসের অংশ হতে হলে বিশ্বকাপে ভালো খেলতেই হবে। যেহেতু বাতিস্তুতা বিশ্বকাপে ভালো খেলতে পারেনি সে কারণে সে যতবড় খেলোয়াড় ইতিহাসে ততবড় জায়গা পাবে না। এটা কিন্তু বাতিস্তুতাও জানে। তাই বিশ্বকাপে বাতিস্তুতা ভালো খেলবে না বা কম প্রায়োরিটি দেবে এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি এ কথার সঙ্গে একেবারেই একমত নই।

আলমের : আমি বলতে চাচ্ছি না যে কমিটমেন্ট নেই বা দেশপ্রেম নেই। বলতে চাচ্ছি ক্লাবের জার্সি পরে খেলায় তারা যতটা প্রায়োরিটি দেয় দেশের পক্ষে ততটা দেয় না।

মোর্তোজা : সেটা হয়তো একজন দু'জন খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রায়োরিটির বিষয়টা আমি বলবো দেশপ্রেম। আমি যদি দেখি মানিক ভাই ব্রাদার্সের জার্সি গায়ে ভালো খেলছেন আর বাংলাদেশের জার্সি গায়ে পা বাঁচিয়ে খেলেন তখন ওটাকে প্রায়োরিটি নয় দেশপ্রেমই বলবো।

মোর্তোজা : আজ ২০ জুন। আগামীকাল কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। এই ম্যাচ নিয়ে আমরা প্রেডিকশন করবো। যদিও পত্রিকা পাঠকের হাতে যাওয়ার আগেই পাঠক ফল জেনে যাবেন। তবে বোঝা যাবে বিশেষজ্ঞরা কে কিভাবে ভেবেছিলেন দলগুলো নিয়ে।

সাইফ : আমার মনে হয় ইংল্যান্ড চলে যাবে সেমিফাইনালে। এবার এই দল অনেক স্ট্রং। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল পারবে না ইংল্যান্ডের সঙ্গে।

আনিস : আমি তো ব্রাজিলের মহা সমর্থক। কিন্তু কেন যেন ভয় লাগছে। কোস্টারিকাকে ৫টা গোল দিয়েছে ব্রাজিল। কিন্তু তিনটা তো খেয়েছে। ইংল্যান্ডের কাছে একটা খেলে তা ফেরত দেয়া খুব কঠিন।

সাইফুল : ভাবতে চাই ব্রাজিল যাবে সেমিফাইনালে। তবে ম্যাচের চান্স ৫০% এবং ৫০%। আমার মনে হয় এই ম্যাচে যারা আগে গোল করতে পারবে তারাই জিতবে। আমি বিশ্বাস করতে চাই ব্রাজিলই আগে গোল দেবে।

আলমের : আমার মনে হয় এই ম্যাচে প্রচুর গোল হবে। ৩-২ হতে পারে। নতুবা ১-০ তেই থেকে যাবে। ইংল্যান্ডকে হ্যান্ডেল করার মতো ক্ষমতা ব্রাজিলের নেই। ডিফেন্সে অনেক ঘাটতি আছে ব্রাজিলের। তবে ইংল্যান্ডের যেটা অসুবিধা হবে যে তাদের রাইট ব্যাক তার পক্ষে রবার্তো কার্লোসকে হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা নেই। তারপরও ইংল্যান্ডকেই এগিয়ে রাখবো। ফলাফল ১-০।

আদনান : বেলজিয়ামের মতো খেললে তো ব্রাজিল হারবে। তবুও রোনাল্ডো আর রিভালদো যদি খেলা দেখাতে পারে তাহলে ব্রাজিলই জিতবে। আবেগের বাইরে যেতে পারবো না। তবে যুক্তি দিয়ে বিচার করলে হয়তো ইংল্যান্ড

মোহসিউল আদনান, জায়েদ আলমের খান ও নাসিম আহমেদ (বাঁ থেকে)

এগিয়ে আছে। গোল্ডেন বুট, গোল্ডেন বল কারা পাচ্ছে এই খেলাতেই নির্ধারণ হয়ে যাবে। ব্রাজিলকে জিততে হলে গোল দিয়েই জিততে হবে। গোলের সংখ্যা ২টা হলেও কঠিন হবে। তিনের দিকে যেতে হবে।

নাসিম : আমিও একমত। জিততে হলে ব্রাজিলকে ১টার বেশি গোল দিতে হবে। ইংল্যান্ড ১টা গোল যদি দিয়ে ফেলে, আর যদি খুব বেশি ডিফেন্সিভ না হয়ে যায় তাহলে ব্রাজিলের পক্ষে ম্যাচটা বের করা কঠিন হয়ে যাবে। ইংল্যান্ড যদি একেবারে ডিফেন্সিভ হয়, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে যা হয়েছিল তা হলে ব্রাজিল গোল দিয়ে ফেলবে। ব্রাজিলে ওই রকম অ্যাটাকার আছে। আর যদি ইংল্যান্ড জেতে তাহলে ফরোয়ার্ড লাইন এবং ব্যাক লাইনের জোরেই জিতবে। এ মুহূর্তে মরাল খুব হাই। মনে হচ্ছে ইংল্যান্ড বেরিয়ে যাবে।

মিশায়েল : ইংল্যান্ডের অবস্থা অনেক ভালো। তবে জিততে হলে ব্রাজিলকে গোল করতেই হবে। গোল খাবে তো নিশ্চিত। ২-৩টা গোল বেশি দিয়ে রাখতে হবে। মনে হচ্ছে ব্রাজিল ৩-১ গোলে জিতবে।

নোমান : সহজ হিসাব হচ্ছে, এ বিশ্বকাপে সেরা ফরোয়ার্ড হচ্ছে ব্রাজিলের। অ্যাটাক করবেই ব্রাজিল। প্রথম ২৫/৩০ মিনিট ইংল্যান্ড ঠেকিয়ে রাখবে ব্রাজিলকে। তখন ব্রাজিল মরিয়া হয়ে যাবে গোল দেয়ার জন্য। ৩০ মিনিট ঠেকিয়ে রাখতে পারলে হয়তো ইংল্যান্ডই জিতে যাবে। ব্রাজিলকে ৯০ মিনিট ঠেকানোর ক্ষমতা তো আসলে কোনো টিমেরই নাই। ইংল্যান্ড যদি ২টা গোল দিয়ে ফেলে তাহলে ব্রাজিলের কোনো সম্ভাবনা নাই। তবে ব্রাজিল সম্ভবত খেলাটা ধরে খেলবে। আমার প্রেডিকশন হচ্ছে প্রথমে ব্রাজিল গোল দিলে ব্রাজিল ৩-১। আর যদি ইংল্যান্ড প্রথম গোল দেয় তাহলে ইংল্যান্ড ২-১।

মোর্তোজা : ব্রাজিলের দুর্বল ডিফেন্স ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হচ্ছে না। আমি ল্যাটিন ফুটবলের সমর্থক। আর্জেন্টিনার পর ব্রাজিল আমার পছন্দের দল। একথা ঠিক যে ইংল্যান্ডের ডিফেন্স খুবই ভালো খেলছে। কিন্তু ডিফেন্স ভাঙার ক্ষমতা ব্রাজিলের আছে। পাশাপাশি বেকহামের মতো প্লেমেকার আর ওয়েনের মতো স্ট্রাইকারকে আটকাতে হবে ব্রাজিলকে। যা খুব কঠিন। তবুও মনে হয় শেষ পর্যন্ত ব্রাজিল জিতবে। ২-১ গোলে জিতবে।

মানিক : যারা ইংল্যান্ডের প্রথম খেলাটা দেখেছেন সুইডেনের সঙ্গে তারা মন্তব্য করেছেন, ইংল্যান্ডের ডিফেন্স অত্যন্ত বাজে খেলেছে। কিন্তু পরের খেলাগুলোতে আবার খুব ভালো খেলেছে। ডিফেন্সকে শক্ত করেছে।

ব্রাজিল সহজ গ্রুপে পড়েছে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলায় ব্রাজিল তার ডিফেন্সকে যথেষ্ট শক্ত করেই খেলবে আমার মনে হয় এবং ব্রাজিল জিতবে।

আদনান : আর্জেন্টিনা আর ইংল্যান্ডের খেলায় আর্জেন্টিনা বলটা ডিবক্সে ক্রস করে। আর ইংল্যান্ড হেড করে বের করে দিচ্ছে। ব্রাজিলের খেলায় একটু চেঞ্জ আছে। বলটা ড্রিবলিং করে ঢোকে। রোনাল্ডো, রিভালদো, রোনালদিনহো তিন জনই এই হোকালিটি আছে যে মাঝখান দিয়ে ড্রিবলিং করে ঢোকে। এটা ঠেকানোর মতো এতো ভালো ডিফেন্স কি আছে ইংল্যান্ডের?

মানিক : ইংল্যান্ডের যে মিড ফিল্ড আছে সেখানেই বলগুলো আগে স্টপ হবে। তারপর রোনাল্ডোর কাছে বল আসবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। সাইড থেকে কাফু বা কার্লোস হয়তো কিছু করতে পারে। তবে মনে হচ্ছে ব্রাজিল নতুন ট্যাকটিসে অবশ্যই খেলবে। এই স্টেইজ থেকে ব্রাজিল বাদ হবে না। বাদ হলে সেমিফাইনালে বাদ হবে। স্কোর বলা যাবে না। হয়তো সেকেন্ড হাফে গিয়ে ১-০ হতে পারে।

আলমের : ১৯৮২-তে লালকার্ড খেয়ে দিয়াগো ম্যারাডোনা প্রায় ভিলেনে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯৮৬তে আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ডেভিড বেকহামের এই বিশ্বকাপে সেরকম অবস্থা হয়েছে। '৯৮-এ লালকার্ড পেয়ে ভিলেনে পরিণত হওয়া বেকহাম এবার '৮৬-র ম্যারাডোনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

নোমান : রোনাল্ডোর ক্ষেত্রেও কিন্তু তাহলে একথা বলা যায়। দেশের ভেতর একটি জরিপে দেখা গেছে, রোনাল্ডো সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি। সেই বিষয়টিকে ওভারকাম করার তাড়নাটা নিশ্চয়ই আসবে তারমধ্যে।

সাইফুল : এ ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে, সেটা ব্রাজিল যে অবস্থা থেকে এবার কোয়ালিফাই করেছে তা বোধ হয় অন্যবার ছিল না। যতই বলা হোক সহজ গ্রুপে খেলেছে। জয় মানেই আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া।

মোর্তোজা : জার্মানি আর আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি কেমন হবে, কে জিতবে?

সাইফুল : জার্মান একটা ব্যালান্স টিম।

আনিস : জার্মানির অ্যাটাকিং লাইন খুবই ভালো। ইউএসএর গোলকিপার বোধহয় তার

'রেফারিং একশ' ভাগ ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। বড় দলগুলো খারাপ খেলেছে বলেই বাদ পড়েছে'

চেয়েও ভালো। তারপরও টিম হিসেবে জার্মানি ইউএসএর চেয়ে বেটার, তাই জার্মানি বেরিয়ে যাবে।

সাইফুল : মেক্সিকোর সঙ্গে যেভাবে খেলেছে তেমন খেলতে পারলে খেলার সময় কিছুটা বাড়তে পারে। জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রকে আন্ডারএস্টিমেট করলে জার্মানির বিপদ হতে পারে। জার্মানি জিতবে বলে মনে করি।

আদনান : জার্মানি জিতবে ১-০ গোলে।

আলমের : এই পর্যায়ে এসে কোনো দল অন্য দলকে আন্ডারএস্টিমেট করবে না। জার্মানি জিতবে।

নাসিম : যুক্তরাষ্ট্র টেম্পারামেন্ট এবং অভিজ্ঞতা দু'টোতেই জার্মানির কাছে মার খাবে। মনে হয় জার্মানি বেরিয়ে যাবে।

মিশায়েল : জার্মানি জিতবে যদি প্রথম ৩০ মিনিট গোল না খায়। জার্মানিই জিতবে।

নোমান : জার্মানির অভিজ্ঞতার কারণে খুব সহজেই ২-০ গোলে জিতবে।

মোর্তোজা : সহজে নয়। শুধু অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য দিয়েই জার্মানি জিতবে। তবে খুব ভালো খেলবে না।

মানিক : ফেভারিট টিম হিসেবে যেমন খেলা উচিত ততটা ভালো কিন্তু জার্মানি খেলেনি। লাক ফেভার করেছে জার্মানির।

আমেরিকানরাও লাকেই এসেছে বলবো। তবে জার্মানিও এখান থেকে ফিরে যাবে বলে মনে হয় না। ভালোভাবেই জিতবে।

মোর্তোজা : সেনেগাল এবং তুরস্ক ম্যাচের ফলাফল কী হবে।

সাইফ : সেনেগালের তো হারানোর কিছু নাই। ফিজিক্যাল অ্যাডভান্টেজও এখন ম্যাটার করছে। সেনেগাল বোধ হয় বেরিয়ে আসবে।

আনিস : আমার মনে হয় সেনেগাল এখান থেকে আর ফিরে যাবে না, প্রতিপক্ষ যখন তুরস্ক। অত্যন্ত ভালো খেলেই এ পর্যন্ত এসেছে সেনেগাল। লড়াই করে এসেছে, ভাগ্যের জোরে নয়। আমার ধারণা হাজি দিয়ুফ একটা গোল পাবে। আর জিতবে ২-০ গোলে।

সাইফুল : পাওয়ার এবং স্কিল্ড যোগ হয়েছে সেনেগালের সঙ্গে। সেনেগালের সেমিফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আদনান : আমি এই ধারাবাহিকতাটা ভাঙবো। আমার মনে হয় তুরস্ক ২-১ গোলে জিতবে। তুরস্ক ভালো খেলেই জিতবে।

আলমের : ফিনিশিং-এ তুরস্ক অনেক এগিয়ে আছে সেনেগালের চেয়ে। মনে হয় সুযোগ বের করে নিয়ে যাবে তুরস্ক। সেনেগালের যাত্রা এখানেই শেষ।

নাসিম : মনে হয় তুরস্কই জিতবে। খুব সহজ না হলেও জেতার ক্ষমতা আছে তুরস্কের। আমি মনে করি তুরস্ক বেরিয়ে যাবে।

আলমের : আরো একটা কথা বলতে চাই। ইউরোপিয়ান লীগে টার্কির খেলাগুলো দেখলে বোঝা যায় তারা জানে কোন খেলায় কি করতে হবে।

মিশায়েল : সেনেগাল যেই দলগুলোকে হারিয়ে এ পর্যায়ে এসেছে তাদের কোনোটাই খারাপ দল নয়। মনে হয় টার্কিকেও হারাবে ২-১ গোলে।

নোমান : একজন স্ট্রাইকার যে বিপক্ষের ডিফেন্সকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তা বোঝা যায় সেনেগালের ডেল হ্যাজিকে দেখে। টার্কি '৫৪ সালের পর এবার আবার খেলছে। সেনেগাল এবারই প্রথম খেলছে। কোয়ার্টার ফাইনালে এসেছে এটাই তাদের জন্য অনেক। টার্কির জন্যও তাই। তবুও টার্কিই বোধ হয় বেরিয়ে আসবে ২-১ গোলে।

মোর্তোজা : সেনেগালের খেলা দেখে যা মনে হয়েছে, ইনডিভিজ্যুয়াল স্কিল দেখে যদি নাম্বারিং করা হয় তবে আমি সেনেগালের খেলোয়াড়দেরই বেশি নাম্বার দেব।

তুরস্কও ভালো টিম। স্পিডি টিম। আমি মনে করি, সেনেগালই ফেভারিট। তবে আফ্রিকান দলগুলোর একটা সমস্যা হলো ধারাবাহিকতা নেই। তারা খারাপ খেললে খুব বেশি খারাপ খেলে। আমার মনে হয় এই ম্যাচ তুরস্ক জিতে যাবে।

মানিক : টার্কিরা একটু মেজাজি। তাই একটু মেজাজি খেলাই হবে। স্কিলে এ তুর্কি প্লেয়াররা বেটার। তবে সেনেগাল ফেভারিট এবং সেনেগাল জিতবে।

মোর্তোজা : এবার আলোচনা করি স্পেন এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ে। স্পেন তো অলটাইম ফেভারিট।

সাইফ : এবার সবকিছুই দক্ষিণ কোরিয়ার ফেভারে। কোনো অংশেই স্পেনের চেয়ে কম নয় দক্ষিণ কোরিয়া। তবুও স্পেনই জিতবে।

আনিস : আমার ধারণা হোম গ্রাউন্ডের সুবিধায় পারফরমেন্সের সুবিধায়, ভালো টিমের সুবিধায় কোরিয়ার যা অ্যাচিভমেন্ট হওয়ার কথা তার থেকে বেশি পেয়েছে। আর এখানেই ফুল স্টপ। স্পেন ২-১ এ বেরিয়ে যাবে।

সাইফুল : আমারও মনে হয় দঃ কোরিয়া প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পেয়েছে। স্পেনকে মোকাবেলা করতে হবে মাঠে এবং মাঠের বাইরে। স্পেন একটা ম্যাচ ছাড়া কোনোটাই তেমন ভালো খেলেনি। স্পেনকে অসম্ভব ভালো খেলতে হবে। দক্ষিণ কোরিয়া হয়তো হেরে যাবে, তবে ছেড়ে কথা বলবে না। রেজাল্ট নিয়ে কমেন্ট করতে চাই না।

আদনান : এর আগের একটা গোলটেবিলে বলা হয়েছিল, স্পেন হচ্ছে সে রকম ভালো ছাত্র যে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়নি। এবার স্পেন সুযোগটি পাবে। স্পেন বেরিয়ে যাবে।

আলমের : স্পেন যেতে যেতে আটকে যায়। এবং এই স্টেজে এসেই আটকে যায়। দক্ষিণ কোরিয়া খুবই ভালো খেলছে। তারপরও ড্র-এর সুযোগ থাকলে ড্র-ই বলতাম।

মনে হয় টাইব্রেকারে যাবে। স্পেনই বেরিয়ে আসবে।

নাসিম : কোরিয়ার খেলা আমার ভালো লাগছে। স্পেনের ডিফেন্সে কোথায় জানি একটা সমস্যা আছে। গোল হয়েই যায়। তার পরও স্পেনই বোধ হয় বেরিয়ে যাবে।

মিশায়েল : আগে এতোটা ভালো খেলেনি কোরিয়া। নিজের মাঠ বলেই হয়তো অনেক আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। স্পেনও এই বিশ্বকাপে যেমন খেলছে, গত দশ বছরেও এমন খেলেনি। গত বিশ্বকাপেও প্রথম রাউন্ডে আউট হয়ে গেছে। এই ম্যাচের প্রেডিকশন করা সবচেয়ে কঠিন। তবুও মনে করি স্পেন উঠে আসবে।

নোমান : স্পেন প্রথম খেলাটাকে স্লো করে দেবে। সাউথ কোরিয়ার গোল করার জন্য অনেকগুলো চান্স লাগবে। সেটা কোরিয়া পাবে না। স্পেন বেরিয়ে যাবে ৩-১ গোলে।

মোর্তোজা : স্পেনের ডিফেন্সে যেহেতু সমস্যা আছে, আমার মনে হয় না ইচ্ছে করলেই খেলাকে স্লো করতে পারবে। তা আবার কোরিয়ার মতো স্পিডি টিমের সঙ্গে। আগে আগেই কোরিয়া গোল করবে মনে হয়। রাউলের বিশ্বকাপের খেলা দেখে খুব বড় মাপের খেলোয়াড় মনে হয়নি। সে ক্ষেত্রে কোরিয়ার এগেইনস্টে খুব ভালো কিছু করবে বলে মনে হয় না। সেই ভালো ছাত্র স্পেন এবারও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে বলে মনে হয় না। কোরিয়াই সেমিফাইনালে যাবে।

মানিক : একবিংশ শতাব্দীতে নতুনরা খেলবে এটাই স্বাভাবিক। সেনেগাল এসেছে। সেমিফাইনালে যাবে আমি বলেছি। দক্ষিণ কোরিয়া একমাত্র টিম যারা চারটি ম্যাচই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে খেলেছে। যারা ইটালি এবং পর্তুগালকে ফেইস করতে পেরেছে, স্পেনকেও পারবে। কোরিয়াকে ঠেকানো স্পেনের পক্ষে খুব টাফ হয়ে যাবে। কোরিয়ান কোচ এতো কনফিডেন্ট যে স্পেন-আয়ারল্যান্ডের খেলার দিন তার সেকেন্ড রাউন্ডের খেলা হয়নি অথচ তিনি সেই খেলা দেখছেন। নিজের টিম সম্পর্কে কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে তা সম্ভব। আমার মনে হয় কোরিয়া যাবে। তবে যদি ১২০ মিনিট পেরিয়ে যায় তাহলে আবার স্পেনের বেরিয়ে যাওয়ার চান্স বেশি।

মোর্তোজা : এবার সম্ভাব্য সেমিফাইনালিস্টদের নিয়ে আলোচনা করবো।

সাইফ : সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড-সেনেগাল খেলা হলে ইংল্যান্ড বেরিয়ে আসবে।

'ফাইনাল যদি জার্মানি ও ব্রাজিলের মধ্যে হয় তা হলে ব্রাজিলই চ্যাম্পিয়ন হবে'

আনিস : ব্রাজিল আসবে। ওদিকে জার্মানি।

সাইফুল : ব্রাজিলের খেলা সেনেগালের সঙ্গে হলে রোনাল্ডো হ্যাটট্রিক করবে। দঃ কোরিয়া আর জার্মানির খেলা হলে জার্মানি জিতবে।

আদনান : ব্রাজিল-সেমিফাইনাল খেলবে। এবং ব্রাজিল জিতবে। স্পেন আর জার্মানির খেলা হলে জার্মানি জিতবে।

আলমের : ইংল্যান্ড হারাবে তুরস্ককে। স্পেন হারাবে জার্মানিকে।

নাসিম : জার্মানি আর ইংল্যান্ড ফাইনাল। ব্রাজিলকে হারাবে ইংল্যান্ড। টার্কি উঠবে ঐ পাশে।

মিশায়েল : সেনেগাল শেষ কামড় দেয়ার চেষ্টা করবে ব্রাজিলকে। পারবে না। ঐ দিকে জার্মানি।

নোমান : এদিকে ব্রাজিল জিতবে টার্কির সঙ্গে। তবে জয়টা বিতর্কিত হতে পারে। জার্মানি-স্পেনের খেলায় শেষ পর্যন্ত জার্মানিই যাবে।

মোর্তোজা : ব্রাজিল জিতবে তুরস্কের সঙ্গে আর দ. কোরিয়া-জার্মানির মধ্যে জার্মানি জিতে আসবে।

মানিক : ব্রাজিল-সেনেগাল বলেছি। সেনেগালকে এ পর্যন্ত কমা দিতে চাই। ওদিকে কোরিয়া আর জার্মানি রেখেছি। কোরিয়াকেও এ পর্যায়েই কমা। ফাইনালে ব্রাজিল-জার্মান।

মোর্তোজা : ব্রাজিল-জার্মানি খেলা হলে কে জিতবে কাপ?

সাইফ : ব্রাজিল। ইংল্যান্ড-জার্মান হলে ইংল্যান্ড।

আনিস : ব্রাজিল।

সাইফুল : এই স্বপ্নই দেখছি।

আদনান : ব্রাজিল জিতবে। মনে হয় না। তাও বললাম।

আলমের : ইংল্যান্ড- স্পেন হলে স্পেন জিতবে।

নাসিম : জার্মানি-ইংল্যান্ড ফাইনাল হবে। সম্ভবত জার্মানি আগের প্রতিশোধ নেবে।

মিশায়েল : জার্মানি-ব্রাজিল খেলা হলে শক্ত ম্যাচ হবে। তবে ব্রাজিলই কাপ পাবে।

নোমান : ব্রাজিল- জার্মানি ফাইনাল। ব্রাজিল জ্বলে উঠবে।

মোর্তোজা : ব্রাজিল-জার্মানি ফাইনাল খেলবে। ফাইনালে জার্মানি প্রথমে একটা গোল দেবে। আর যদি কোনো কারণে ব্রাজিল একটা গোল দিয়ে দেয় তাহলেও ২-১ গোলে জার্মানির জেতার সম্ভাবনা বেশি।

মানিক : ব্রাজিল-জার্মানির খেলায় ব্রাজিল যাক তাই চাইবো। খুব টাফ ম্যাচ হবে।

মোর্তোজা : এবার আলোচনা করবো গোল্ডেন বুট আর গোল্ডেন বল নিয়ে।

সাইফ : গোল্ডেন বুট রোনাল্ডো। বলটা খুব ডিফিকাল্ট বলা।

আনিস : আমার কাছে গোল্ডেন বুটের দাবিদার রোনাল্ডোকেই মনে হয়। গোল্ডেন বল আমিও বলতে পারছি না। তবে সেমিফাইনাল পর্যন্ত সেনেগাল যেতে পারলে ডেল হাজির সম্ভাবনা আছে।

সাইফুল : সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনাল্ডো। আর ইংল্যান্ড যদি যেতে পারে ফাইনালে তাহলে ভালো খেলোয়াড় হিসাবে ডেভিড বেকহাম পেতে পারে।

আদনান : এগুলো নির্ভর করছে আগামী কালের খেলার ওপর। যদি ইংল্যান্ড জেতে তাহলে বেকহাম পাবে গোল্ডেন বল। আর সেটা না হলে রোনাল্ডো পাবে। অথবা রিভালদো গোল্ডেন বুট পেয়ে যেতে পারে। তখন রোনাল্ডো গোল্ডেন বল পেতে পারে।

আলমের : কালকে যদি ইংল্যান্ড জেতে তাহলে গোল্ডেন বুট পাবে মরিয়েন্তেজ আর বল বেকহাম। আর যদি ব্রাজিল জেতে তাহলে রোনাল্ডো-রিভালদো ভাগাভাগি করে নেবে।

‘রোনাল্ডো গোল্ডেন বুট পাবে। গোল্ডেন বল কে পাবে সেটা এ মুহূর্তে বলা যাবে না’

নাসিম : স্পেনের মরিয়েন্তেজের কথা ফেলে দেয়া যায় না। তবুও মনে হয় না শেষ পর্যন্ত পাবে। রোনাল্ডো এবং ক্লোজার মধ্যেই যুদ্ধটা চলবে। আমি যেহেতু জার্মানিকে ফাইনালে তুলেছি, শেষ পর্যন্ত জার্মানি পাবে না। আর গোল্ডেন বল যে কেউ হতে পারে। বেকহাম, রোনাল্ডো, রিভালদো যে কেউ।

মিশায়েল : গোল্ডেন বুট রোনাল্ডো পাচ্ছে। ইংল্যান্ড জিতে আসলে গোল্ডেন বল বেকহাম পাবে। হাজিও পেতে পারে।

নোমান : ব্রাজিল-জার্মানি ফাইনাল খেলবে। গোল্ডেন বুট রোনাল্ডো আর বল বালাক পেতে পারে।

মোর্তোজা : ব্রাজিল-জার্মানি ফাইনাল খেলবে। গোল্ডেন বুটের জন্য ক্লোজাকে এগিয়ে রাখবো। ইংল্যান্ড আসলে বেকহাম আর সেনেগাল আসলে দিউফ পাবে গোল্ডেন বল। তবে বালাকের সম্ভাবনা আছে।

মানিক : ইংল্যান্ড যদি চলে আসে তাহলে গোল্ডেন বলের দাবিদার থাকতে পারে। কারণ মিডিয়ার একটা বড় প্রভাব আছে। জার্মানি যদি আগে ফাইনালে আসে তাহলে বালাকের সম্ভাবনা আছে। আর বুটের ব্যাপারে রোনাল্ডো আর ক্লোজা। তবে এগেইনস্ট সেনেগাল, এগেইনস্ট ইংল্যান্ড রোনাল্ডোর গোল পাওয়া টাফ হয়ে যাবে। তাই ইজি ভাবে ক্লোজার বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মোর্তোজা ; আজকে এমন এক সময়ে আমরা এই আলোচনা করলাম যখন পত্রিকা পাঠকের হাতে যাওয়ার আগেই এই বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মানিক : কালকে কি কারেকশন করা যাবে?

মোর্তোজা : ইচ্ছে করলে তো কারেকশন করা যায়ই, তবে করতে চাই না এই জন্য যে বিশেষজ্ঞরা কতখানি অজ্ঞ তা বোঝা যাবে। আলোচনা আজকে যেভাবে হলো সেভাবেই রেখে দিতে চাই। পাঠককে জানতে দিতে চাই আমরা কি আলোচনা করেছিলাম আর মাঠে কি হলো।

মানিক : প্রথম আলোচনায় আমরা আসলে আইডিয়ার উপরে বলেছিলাম। আর এখন খেলা দেখে প্রোডাকটিভ কথা বলেছি। প্রথমটায় শুধুই ধারণার ওপর। এখন খেলা দেখে অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি। কিছু মিলবে কিছু মিলবে না।

আলমের : বিশেষজ্ঞ হলেই সব মিলবে তা নয়।

মোর্তোজা : প্রথম গোলটেবিলে একটা বিষয় উল্লেখ করেছিলাম ’৮৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের জ্যোতিষিরা বলেছিলো ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল খেলবে। দেখা গেল কোয়ার্টার ফাইনালেই ভারত আউট। তখন সেই জ্যোতিষিদের বাড়ি ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে। আমাদের বাড়ির ঠিকানা না থাকলেও অফিসের ঠিকানা আছে। তবে আমাদের পাঠকরা নিশ্চয়ই এতো ডেসট্রাকটিভ নন। তারা ফুটবল বোঝে।

ছবি : **ডেভিড বারিকদার**